তারিখ ... 06 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

প্রতীক পাল্টাচ্ছে হার্ভার্ড ল স্কুল

হার্ভার্ড ল স্কুল অফিসিয়াল প্রতীক পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দাস যুগের সঙ্গে সংযোগ থাকায় মর্যাদাপূর্ণ মর্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ল স্কুলের ওই প্রতীক পাল্টানো হচ্ছে। প্রতীকটি ১৮ শতকের এক অত্যাচারী ক্রীতদাস মালিকের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া এটি পরিবর্তনের দাবিতে শিক্ষার্থীরা কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচী পালন করে আসছিল। শুক্রবার প্রতীকটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খবর বিবিসি ও গার্ডিয়ানের।

হার্ভার্ড ল স্কুল কমিটি বলেছে, সিলটি এখন আর প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে না। গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা তাদের একাডেমিক টাইটেলে 'মাস্টার' শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করবে। কারণ এটি দাসত্বের যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারা এখন 'হাউস মাস্টার'-এর পরিবর্তে 'ফ্যাকাল্টি ডিন' নাম ব্যবহার করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবাক্য 'ভেরিটাস'-এর নিচে গমের তিনটি আঁটির চিত্রসহ শিল্ডটি ১৯৩৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর একটি চিত্র আইজ্যাক রয়াল জুনিয়রের পরিবারিক ক্রেস্টের। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আইন বিভাগ খুলতে রয়াল তার ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। তার বাবা আইজ্যাক রয়াল সিনিয়র ক্রীতদাসদের দিয়ে ক্যারিবীয় আখচাষ ও ম্যাসাচুসেটসে খামার করে প্রচুর সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন। ল স্কুল কমিটি সিলটি পরিবর্তনের সুপারিশে উল্লেখ করেছে যে, ৭৭ জন ক্রীতদাসকে জীবন্ত পুড়ানোসহ চরম নিষ্ঠুরতার জন্য পরিচিত ছিলেন আইজ্যাক রয়াল। তাই হার্ভার্ড ল স্কুল এখন এই শিল্ডটি প্রত্যাহারের আবেদন গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবর্নিং বডিকে চিঠি লিখেছে। চিঠিতে তাদের এই প্রতীক ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানানো হয়। তবে এই প্রতীক ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত সর্বাত্মক হয়নি। ১২ সদস্যের কমিটির দুই সদস্য এই প্রতীক রাখার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। ল স্কুলের ডিন মার্থা মিনো ইউনিভার্সিটির রুলিং বডিকে বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি ল স্কুলের একটি অফিসিয়াল প্রতীক থাকে তবে তাতে অবশ্যই আরও দৃঢ়ভাবে ল স্কুলের মূল্যবোধ উপস্থাপিত হতে হবে। শতবর্ষীন শিল্ডে তা হয় না। স্টাফ ও শিক্ষার্থীদের প্রতি এক বার্তায় ডিন মিনো বলেছেন, দাসত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে শিল্ডটি আমাদের সম্প্রদায়ের ঐক্যের চেয়ে বিভাজনের একটি সূত্রে পরিণত হয়েছে। তাই এটিতে এখন বাতিল করে দেয়া উচিত। এই শিল্ডের নিন্দা জানিয়ে ল স্কুলের কিছু শিক্ষার্থী 'রয়াল মাস্ট ফল' নামে একটি গ্রুপ তৈরির পর ডিন মিনো এ কমিটি গঠন করেন। ২০১৫ সালের শেষের দিকে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে ইয়েল ও প্রিন্সটনসহ যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। চলতি বছরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের দাবিতে ম্যাসাচুসেটসের এ্যামহার্স্ট কলেজ জেফরি এ্যামহার্স্টের নাম সংবলিত মাসকট প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮ শতকের এই জেনারেলের বিরুদ্ধে আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যে গুটিবসন্ত সংক্রমণ ছড়ানোর সমর্থন করার অভিযোগ রয়েছে।

দাস যুগের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলছে মার্কিন ভার্সিটি